রমাদান

বাকারা ১৮৩

সিয়াম ও রামাদান

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ ١٨٣

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান (লিখে দেওয়া) দেওয়া হইল, যেমন বিধান দেওয়া হইয়াছিল (লিখে দেওয়া) তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে,
যাহাতে তোমরা মুত্তাকী (সাবধানী) হইতে পার।

বাকারা ১৮৪

সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদিয়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে।

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن
تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ١٨٤

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং
সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের
পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে
তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং
কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য
সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্
তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং
যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না
এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং
তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার
কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা (তাকবির)
ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করিতে পার।

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ
الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ
مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ
شَهِدَ مِنۡکُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَ
مَنۡ کَانَ مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ
فَعِدَّۃٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ
بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَ لَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ ۫
وَ لِتُکۡمِلُوا الۡعِدَّۃَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰی مَا هَدٰىکُمۡ وَ لَعَلَّکُمۡ
تَشۡکُرُوۡنَ ﴿۱۸۵﴾

বাকারা ১৮৬

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক (আলোকিত) পথে চলিতে পারে।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ
قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ
لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

١٨٦

বাকারা ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ
اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ
ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ
করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং
তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে,
তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে।
অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন
এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং
এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং
আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন
তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর
যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা
স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।
অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা
মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে
সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা।
সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে
আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী মানব জাতির জন্য
সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী
হইতে পারে।

রামাদান মাস

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

রামাদান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা (তাকবির) ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ
الۡقُرۡاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ
مِّنَ الۡهُدٰی وَ الۡفُرۡقَانِ ۚ فَمَنۡ
شَهِدَ مِنۡكُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ ؕ وَ
مَنۡ كَانَ مَرِیۡضًا اَوۡ عَلٰی سَفَرٍ
فَعِدَّۃٌ مِّنۡ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیۡدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الۡیُسۡرَ وَ لَا یُرِیۡدُ بِكُمُ الۡعُسۡرَ ۫
وَ لِتُكۡمِلُوا الۡعِدَّۃَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰی مَا هَدٰىكُمۡ وَ لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۱۸۵﴾

বাকারা ১৮৫

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক (আলোকিত) পথে চলিতে পারে।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ
قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ
لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ
١٨٦

বাকারা ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ
ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে।

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

شَهۡرُ رَمَضَانَ
الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ
هُدًی لِّلنَّاسِ
وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی
وَالۡفُرۡقَانِ ۚ

রামাদান মাস,

ইহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

মানুষের দিশারী এবং

সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও

সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী

১

কুরআন

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা
এই মাস পাইবে তাহারা যেন
এই মাসে **সিয়াম পালন** করে।

এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা
সফরে থাকিলে
অন্য সময়
এই সংখ্যা পূরণ করিবে।

২

সিয়াম

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

يُرِيۡدُ اللّٰهُ بِكُمُ الۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيۡدُ بِكُمُ الۡعُسۡرَ

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা **সহজ** তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য **কষ্টকর** তাহা চাহেন না

৩

সহজ

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

এবং তোমরা **সংখ্যা** পূর্ণ করিবে

৪

হিসাব

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ

এবং তোমরা আল্লাহর মহিমা (তাকবির) ঘোষণা করিবে

তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে

৫

তাকবির

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٨٥

এবং যাহাতে তোমরা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

৬

কৃতজ্ঞতা

বাকারা ১৮৬

রামাদান মাস,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىۡ عَنِّىۡ فَاِنِّىۡ قَرِيۡبٌ ؕ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে,

আমি তো নিকটেই।

৭

নৈকট্য

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক

৮

দু'আ

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস,

وَلْيُؤْمِنُوا بِي

এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক,

৯

ঈমান

বাকারা ১৮৫

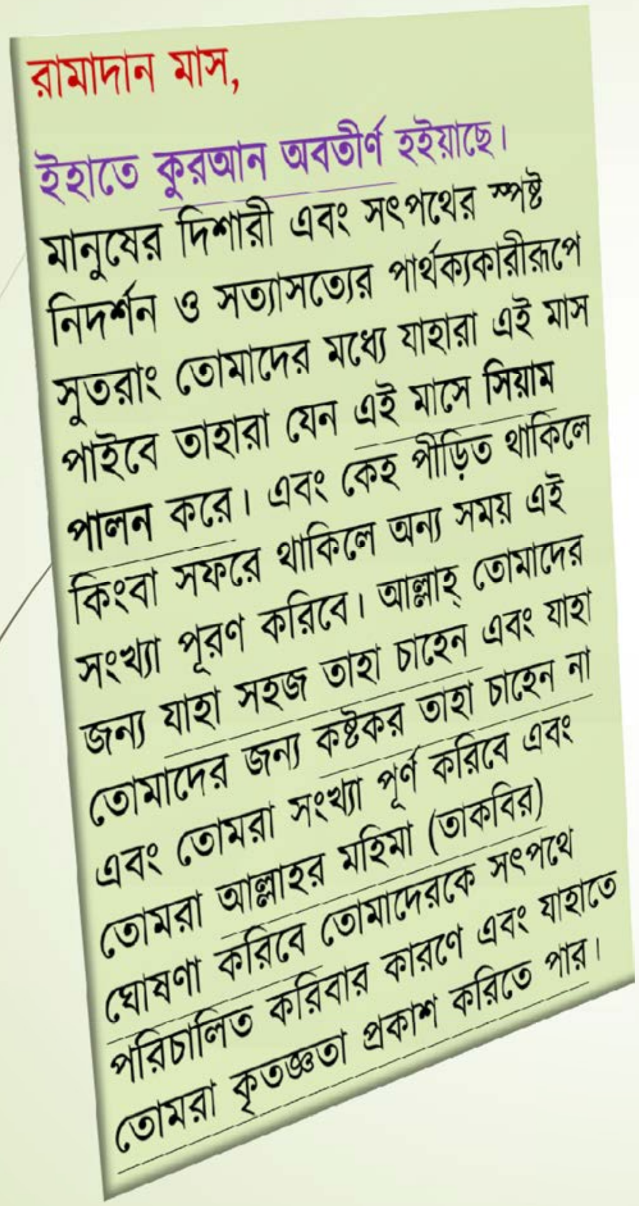
রামাদান মাস,

لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُوۡنَ ﴿١٨٦﴾

যাহাতে তাহারা ঠিক (আলোকিত) পথে চলিতে পারে।

১০

পথ


রামাদান মাস,
ইহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।
মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট
নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস
পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম
পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে
কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই
সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের
জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা
তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না
এবং তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং
তোমরা আল্লাহর মহিমা (তাকবির)
ঘোষণা করিবে তোমাদেরকে সৎপথে
পরিচালিত করিবার কারণে এবং যাহাতে
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

১ কুরআন অবতীর্ণের মাস

২ সিয়াম পালনের মাস

৩ সহজ মাস কষ্টকর নয়

৪ হিসাব রাখার মাস

৫ সৎপথে চলার মাস

৬ তাকবির বলার মাস

৭ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মাস

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক (আলোকিত) পথে চলিতে পারে।

৮ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাস

৯ আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার মাস

১০ দু'আ করার মাস

১১ ঈমান বৃদ্ধির মাস

১২ সঠিক পথ প্রাপ্তির মাস

১৩ ইতিকাফ করার মাস

১৪ আল্লাহর নিদর্শন গ্রহন করার মাস

১৫ মুত্তাকি হবার মাস

আল্লাহর সীমারেখা

আল্লাহর সীমারেখা

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ

এইগুলি

আল্লাহর সীমারেখা।

সুতরাং এইগুলির

নিকটবর্তী হইও না।

১

সীমারেখা

বাকারা ১৮৪

আল্লাহর সীমারেখা

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ١٨٧

এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী
মানব জাতির জন্য
সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন,

যাহাতে তাহারা
মুত্তাকী হইতে পারে।

২
সীমারেখা

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

রসূল (স.) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স
তোমাদের এই মাসটি (রমযান) তোমাদের উপর ছায়াপাত করেছে।

মুসলমানদের উপর দিয়ে এর চাইতে উত্তম কোন মাস অতিক্রম করে নাই।
আর মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে মন্দ কোন মাস অতিক্রম করেনি।

তিনি (স.) আরো বলেছেন যে, মুসলমানদের জন্য এ মাসের আগমনের পূর্বেই এর পুণ্য ও বর্ধিত বিনিময় আল্লাহতা'আলা লিপিবদ্ধ করেন এবং মুনাফিকের জন্য এর পাপ ও দুরভাগজনক পরিণতি লিপিবদ্ধ করেন। এটা এজন্য যে মুমিন এ মাসের ইবাদতের জন্য পূর্ব থেকেই আহার্য সঞ্চয় করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে।

আর মুনাফিক ব্যক্তি মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

অতএব এটি এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ, মুমিন যার সদ্ব্যবহার করে থাকে।
(আত-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

আর মুনাফিক ব্যক্তি

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্ত

রমাদান কে

রোজা এবং ঈদ কেন্দ্রিক

কার্যক্রমে বিন্যস্ত করা

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

আর মুনাফিক ব্যক্তি

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্তের ক্রুটি-বিচ্যুতি ও তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্ত

রোজা কেন্দ্রিক কার্যক্রম

সেহরি

ইফতার

বুট
তেল
চিনি
খেজুর
মুড়ি
শসা
গোশত

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

আর মুনাফিক ব্যক্তি

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্তের ক্রুটি-বিচ্যুতি ও তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্ত

ঈদ কেন্দ্রিক কার্যক্রম

খাদ্য

জামা কাপড়

বিনোদন

সাহিত্য

সময়
অপব্যয়
অবহেলা

রামদান এখন
ঈদের মাস ????

রমাদানের পূর্ব প্রস্তুতি

আর মুনাফিক ব্যক্তি

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্তের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও তাদের দোষ ধরার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

মুমনিদের অসতর্ক মুহূর্ত

ইবাদত কেন্দ্রিক

তারাবিহ

জাকাত

ফিতরা

তারাবিহ এখন তাড়াতাড়ি ???

জাকাত এখন মারামারি ???

ফিতরা এখন বাড়াবাড়ি ????

পরিকল্পনা ২০১৭

রমাদানে করনীয়

১ কুরআন
২ রোযা
৩ নামায
৪ দু'আ
৫ আচার আচরন
৬ মানব সেবা
৭ রমাদান ও ক্ষমা
৮ ইতিকাফ

রমাদানে করনীয়

২. সূরা বাকারাহ ১২৯

১ কুরআন

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

'হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিও-যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে;তাহাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

১. তিলাওয়াত
২. জ্ঞান
৩. প্রজ্ঞা
৪. বাস্তবায়ন

১ কুরআন

১. তিলাওয়াত	প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম ১ বার বিশুদ্ধতা ও সুন্দর সুর মুখস্ত করা ১০, ২০, ৩০ আয়াত
২. জ্ঞান	মাতৃভাষায় অনুধাবন
৩. প্রজ্ঞা	বিষয়বস্তু নির্ধারণ বিশেষ জ্ঞান অর্জন
৪. বাস্তবায়ন	কুরআনের করনীয় বর্জনীয় নিজের জীবনে প্রয়োগ
৫. প্রচার	সমস্ত মাধ্যম গুলো ব্যবহার করা

রমাদানে করনীয়

২ রোজা

১ সেহরী করা
২ নিয়্যত করা
৩ মিথ্যা পরিত্যাগ
৪ রাগ পরিত্যাগ
৫ ইফতার
পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততা

রমাদানে করনীয়

৩ নামাজ

১ পাচ ওয়াক্ত নামাজ নিশ্চিত করা
২ সময়মত নামাজ আদায় করা
৩ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা
৪ নামাজের বিশুদ্ধতা অর্জন করা
৫ তারাবীহর নামাজ আদায় করা,
৬ নামাজকে দীর্ঘ করা
৭ নামাজে আলস্য ও অবহেলা বর্জন করা

রমাদানে করনীয়

৪ দু’আ

আদর্শ দুয়ার নিয়ম

১ প্রশংসা
২ দরুদ
৩ ক্ষমা
৪ সাহায্য চাওয়া
৫ দরুদ
৬ প্রশংসা

দু‘আ কবুলের মুহূর্ত গুলোতে দু‘আ করা

ফরজ নামাযের পর
আসরের নামাজের পর
ইফতারের পূর্বে
রাতের শেষ ভাগে
আযান ও ইকামাতের মাঝখানে
আযান শুনার পর
জুমার দিনে
কদরের রাতে

রমাদানে করনীয়

৪ দু’আ

১ গুনাহের তালিকা তৈরি করা
২ চাওয়া পাওয়ার তালিকা করা
৩ ক্ষমা করে ক্ষমা চাওয়া
৪ অনুগ্রহ করে অনুগ্রহ চাওয়া
৫ প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
৬ দু‘আয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

দু‘আ ইবাদতের মূল।
প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে দু‘আকরা
যখন কেউ দু‘আ করেনা তখন দু‘আ করেন

৪ দু’আ

যে বিষয়ে দু‘আ করা প্রয়োজন

১ মৃত্যু সংক্রান্ত দু‘আ
২ কবর সংক্রান্ত দু‘আ
৩ হিসাবের দিনে দু‘আ
৪ হিসাব সহজ করার দু‘আ
৫ আমল কবুল হওয়ার জন্য দু‘আ
৬ বর্তমান সাফল্যের জন্য দু‘আ
৭ বরকতের জন্য দু‘আ
৮ জীবিতদের জন্য বেশী দু‘আ
৯ এই রমজানের সাফল্যদানের জন্য দু‘আ

রমাদানে করনীয়

৪ দু’আ

আত্মোন্নয়ন

আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত নিয়মসমূহ বা তার দেওয়া কর্ম সমূহ সম্পাদনের জন্য দু‘আ।

আচরণ ভাল হওয়া
খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ
শারিরীক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
পেশাদারিত্বের উন্নয়নে
যারা কষ্টে আছে

রমাদানে করনীয়

৫ আচার আচরন

১ বিনয়
২ ধৈর্য
৩ ওয়াদা
৪ সদাহাস্য
৫ সময়
সঠিক সময়ে সঠিক কাজ,
সময়ের মূল্যায়ন

৬ মানব সেবা

১ ফিতরা	অজ্ঞতা দূর
২ যাকাত	সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা
৩ সাদাকা	সময় ও আর্থিক জ্ঞান ও আচরণ

রমাদানে করনীয়

৬ মানব সেবা

৪. অন্যান্য

সকলকে তার স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করুন।

ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিন।

এটাই হলো সবচেয়ে বড় মানব সেবা।

লোক দেখানো মানব সেবার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তণ করুন।

সালামের ব্যাপক প্রচার করুন।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কালজয়ী মানব সেবার উজ্জল উদাহরণ স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন।

ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করুন। মন্দ কাজ প্রতিরোধ করুন।

রমাদান ও ক্ষমা

বাকারা ১৮৭

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

আল্লাহ্ জানেন যে,
তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

অতঃপর তিনি
তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং
তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং
আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন
তাহা কামনা কর।

ক্ষমা

অবিচার

রমাদানে করনীয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ،

"ঐ ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক, যার কাছে আমার উল্লেখ করা হল অথচ আমার ওপর দরুদ পাঠ করল না।

وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ
دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ
ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

ঐ ব্যক্তির নাক ধুলিমলিন হোক
যার জীবনে রমাদান মাস এল কিন্তু তাকে ক্ষমা প্রাপ্ত না করেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল।

وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতি হতে পারল না। (তিরমিযী : ৩৫৪৫)

রমাদানে করনীয়

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

যে ব¨ক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে
রমাদানের সিয়াম পালন করবে
তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

আর
যে ব¨ক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে
লায়লাতুল কাদরে রাতে দাঁড়াবে
তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

(সহীহ মুসলিম [ই.ফা.] ১৬৫৪)

রমাদানে করনীয়

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

যে ব্যাক্তি রমাদানের রাতে
ঈমান ও ইতহিসাবের সাথে
রাতে দাঁড়াবে
তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ"

(সহীহ বুখারী [ই.ফা.] ৩৬)

ই'তিকাফ

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ

তোমরা মসজিদে
ই‘তিকাফরত অবস্থায়
তাহাদের সঙ্গে
সংগত হইও না।

রমাদানে করনীয়

৮ ইতিকাফ

আল্লাহর জন্য ছুটি নিন
লাইলাতুল কদর পেতে

ইতিকাফ করুন

Take a vacation for Allah
Do Itikaf

We take a break from our jobs for almost everything in life.
Why not this time to focus on worshiping and thanking our Creator.

Al-Zuhri (may Allaah have mercy on him) said:

"How strange the Muslims are!

They have given up I'tikaaf, despite the fact that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) never abandoned this practice from the time he came to Madeenah until his death.

সময় ব্যবস্থাপনা

রমাদান

اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ

নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য।

فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ

অন্য সময়

এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

সিয়াম

বাকারা
১৮৩ ১৮৪

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান (লিখে দেওয়া) দেওয়া হইল, যেমন বিধান দেওয়া হইয়াছিল (লিখে দেওয়া) তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে,
যাহাতে তোমরা মুত্তাকী (সাবধানী) হইতে পার।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٣

সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদিয়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে।

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ
مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ
يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن
تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝١٨٤

বাকারা ১৮৫

রামাদান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা (তাকবির) ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ
مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

বাকারা ১৮৭

সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধানাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ
اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ
ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا
الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

বাকারা ১৮৩

সিয়াম

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

হে মু'মিনগণ!

তোমাদের জন্য

সিয়াম

লিখে (বিধান) দেওয়া

দেওয়া হইল,

১

সিয়াম

বাকারা ১৮৩

সিয়াম

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

যেমন

লিখে (বিধান) দেওয়া হইয়াছিল

তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে,

২

সিয়াম

বাকারা ১৮৩

সিয়াম

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

যাহাতে তোমরা

মুত্তাকী (সাবধানী)

হইতে পার।

৩

সিয়াম

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ

সিয়াম
নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য।

شَهْرُ رَمَضَانَ

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রামাদান মাস
তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন
এই মাসে সিয়াম পালন করে।

৪

সিয়াম

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ

তোমাদের মধ্যে কেহ
পীড়িত হইলে বা
সফরে থাকিলে
অন্য সময়
এই সংখ্যা
পূরণ করিয়া লইতে হইবে।

৫

সিয়াম

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

ইহা যাহাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে

ফিদিয়া –

একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা।

৬

সিয়াম

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ

যদি কেহ
স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে
তবে উহা তাহার পক্ষে
অধিক কল্যাণকর।

৭

সিয়াম

বাকারা ১৮৪

সিয়াম

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

আর **সিয়াম** পালন করাই
তোমাদের জন্য
অধিকতর কল্যাণপ্রসূ

যদি তোমরা জানিতে।

৮

সিয়াম

বাকারা ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ؕ

সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য
স্ত্রী-সম্ভোগ
বৈধ করা হইয়াছে।

৯

সিয়াম

শারিরিক
সম্পর্ক

বাকারা ১৮৭

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ।
আল্লাহ্ জানেন যে,
তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে।

অতঃপর তিনি
তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং
তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন।

সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং
আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন
তাহা কামনা কর।

৯/১
সিয়াম
শারিরিক
সম্পর্ক

বাকারা ১৮৭

সিয়াম

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

আর তোমরা

পানাহার কর

১০

সিয়াম/

খাদ্য

বাকারা ১৮৭

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।

অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।

১০/১

সিয়াম/খাদ্য

Quran Class
a project of
Quran Teaching, Research & Training Centre

“সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা,

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা,

আস্তাগফিরুকা,

ওয়া আতুবু ইলাইক”

আস সালামুআলাইকুম

ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু

www.qurantrtc.com

কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
QURAN TEACHING RESEARCH AND TRAINING CENTER
কুরআনের আলোকে জীবনকে আলোকিত করার প্রতিষ্ঠান



রামাদান ও সুযোগ

www.qurantrtc.com

বাকারা ১৮৭

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

যখন রমাদান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন

- শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদের শৃঙ্খলিত করা হয়,
- জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়,
  তার একটি দরজাও খোলা হয় না,
- জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়,
  এর একটি দরজাও বন্ধ হয় না এবং
- একজন ঘোষক ডেকে বলেন,
  হে সৎকর্মপরায়ণ ব¨ক্তি! অগ্রসর হও,
  হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও।
- আল্লাহ প্রতিটি রাতে
  অসংখ¨ লোককে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ [ই.ফা.] ১৬৪২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ

أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ

وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ
وَلِلهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ